১৬. সাধারণ মানুষকে সহজে সুবিচার প্রদান ও আদালতে মামলার জট কমাতে গ্রাম আদালতগুলিকে কার্যকর করতে হবে।

১৭. জেলাপ্রশাসকগণ জেলাপর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সকল কমিটিকে সক্রিয়, গতিশীল ও ফলপ্রসূ করতে হবে।

১৮. দপ্তরসমূহের বিদ্যমান সেবাসমূহ তৃণমূলে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য মেলা, সেবা সপ্তাহ পালনসহ ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

১৯. শিল্পাঞ্চলে শান্তিরক্ষা, পণ্য-পরিবহন ও আমদানি-রপ্তানি নির্বিঘ্ন করা এবং চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, পেশিশক্তি ও সন্ত্রাস নির্মূল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২০. বাজার-ব্যবস্থার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। ভোক্তা-অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির যে কোনো অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

২১. নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার, যৌতুক, ইভটিজিং এবং বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি'র জন্য আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

২২. নারীর প্রতি সহিংসতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. শিশু-কিশোরদের পুষ্টিচাহিদা পূরণ এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা, ক্রীড়া, বিনোদন ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সংস্কৃতিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তুলতে হবে।

২৪. প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২৫. পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের পাশাপাশি এ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বনাঞ্চল, নদী-জলাশয়, প্রাণিসম্পদ এবং গিরিশৃঙ্গাগুলির সৌন্দর্য সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়া, পর্যটনশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কুটিরশিল্পের বিকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

২৬. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে এ ব্যবস্থা নিতে হবে।

২৭. জেলাসমূহের আকার ভিন্ন ভিন্ন। ছোট-বড়-মাঝারি ভৌগোলিক অবস্থানও ভিন্ন। উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ বিষয়গুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখে পদক্ষেপ নিতে হবে।

২৮. স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, জনগণের চাহিদা এবং উন্নত জীবন নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে প্রকল্প/উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

২৯. চিত্ত বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধার্থে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।

৩০. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হিজড়া, বেদে ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। জলাধার সংরক্ষণের নিমিত্ত খাল খনন ও পুকুর খনন করতে হবে। পরিকল্পিত সড়ক, নগরায়ন ও বনায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৩১. গৃহহারা, ভূমিহীন ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

০২। এমতাবস্থায়, বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুক্ত দিক্-নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে (সফট্ কপি Nikosh ফন্টে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব, মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখার ই-মেইল নম্বর faco_sec@cabinet.gov.bd) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৬/০৮/২০১৯

(মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৫১১০৭
ই-মেইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

জেলাপ্রশাসক, ... (সকল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা
(সাধারণ শাখা)
www.netrokona.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৫.৭২০০.০০৫.১৬.০০১.২০১৯.- ৬৭৩

তারিখ : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

উপর্যুক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে তথ্য প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নেত্রকোণা
২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)/(রাজস্ব)/(শিক্ষা ও আইসিটি)/বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নেত্রকোণা।
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, নেত্রকোণা।
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)....., নেত্রকোণা।
৫. সহকারী কমিশনার, ... শাখা, নেত্রকোণা কালেক্টরেট।
৬. প্রশাসনিক কর্মকর্তা, নেত্রকোণা কালেক্টরেট।

২৯/০৯/১৯